বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

03 NOV 1988
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

শিক্ষার পরিবেশ

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষাঙ্গনকে বিশৃংখলামুক্ত করার ও সেখানে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত বলে যে উক্তি করেছেন আমরা সে ব্যাপারে তার সাথে ঐকামত পোষণ করি।

নির্দ্বিধায় বলা যায় যে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে বর্তমানে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তর থেকে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষাঙ্গনেই নানারকম বিশৃংখলা বিরাজ করছে। কোন কোন শিক্ষাঙ্গনে অহেতুক গোলযোগ লেগেই আছে। বোমবাজি, গোলাগুলি হানাহানি কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বিশৃংখলা, হিংসা হানাহানি যেখানে উপস্থিত সেখানে লেখাপড়া করা বা করানো কোনটাই সম্ভব নয়। অনেক সময় এইসব বিশৃংখলার কারণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘসময়ের জন্য বন্ধ থাকে। এখনো এমনিভাবে বন্ধ হয়ে আছে দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষায়তন। এর ফলে সেশনজট হয়েছে, এখনো হচ্ছে, পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে বারবার, এখনো যাচ্ছে। পরিণামে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে শান্তিপ্রিয় অধ্যয়ন-ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের। দুশ্চিন্তায় পীড়িত হচ্ছে তাদের অভিভাবকরা।

শিক্ষাঙ্গনে তাই শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে, শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে, সেখানে পুনরায় গড়ে তুলতে হবে এবং বজায় রাখতে হবে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ। এ ব্যাপারে সকলেরই দায়িত্ব আছে। সরকার, রাজনৈতিক দল, অভিভাবক—এদের সকলেরই শিক্ষাঙ্গনকে এই অসহনীয় পরিবেশ থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে শিক্ষকদেরকেই। সেখানে বিরাজমান বিশৃংখলার অবসান ঘটাতে হবে প্রধানত তাদেরই। অন্যদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে তাদের সহায়তা করার জন্য।

বলাবাহুল্য, কাজটা সহজ নয়। শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলা যেভাবে শিকড় গেড়েছে রাতারাতি তা উপড়ে ফেলা অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু শিক্ষকরা যদি তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে কৃতসংকল্প হন তাহলে একটু সময় নিলেও তারা তাতে সফল হবেন এবং আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এ ব্যাপারে তারা সকল মহলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করবেন।